

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী চরিত রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পরিশিষ্ট-১ - ২, অন্যান্য বিষয়ে লেখকগণ (كتَّاب النبي صد في أمور أخرى)

(১) আবু সালামাহ মাখযুমী (২) আরকাম বিন আবুল আরকাম (৩) 'আমের বিন ফুহায়রাহ (৪) ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (৫) হাত্বেব বিন 'আমর আবু বালতা'আহ (৬) আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর (৭) আবু আইয়ব আনছারী (৮) বুরায়দাহ বিন হুছাইব আসলামী (৯) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (১০) মু'আয বিন জাবাল (১১) জনৈক আনছার আবু ইয়াযীদ (১২) ছাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (১৩) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আব্দে রবিবহি (১৪) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (১৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই (১৬) খালেদ বিন অলীদ (১৭) 'আমর ইবনুল 'আছ (১৮) মুগীরাহ বিন শো'বা ছাকাফী (১৯) জুহাম বিন সা'দ (২০) জুহাইম বিন ছালত (২১) হুছায়েন বিন নুমায়ের (২২) হুয়াইত্বিব বিন আব্দুল 'উযযা (২৩) সাঈদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (২৪) জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (২৫) হানযালা বিন রবী' ও তার ভাই (২৬) রাবাহ ও চাচা (২৭) আকছাম বিন ছায়ফী তামীমী (২৮) 'আলা ইবনুল হাযরামী (২৯) 'আলা বিন উক্কবাহ (৩০) আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (৩১) আবু সুফিয়ান বিন হারব (৩২) ঐ পুত্র ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান ও (৩৩) মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম।[1] এতদ্ব্যতীত (৩৪) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ যিনি হাদীছ লিখনে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

লেখকগণের মধ্যে মদীনায় যাঁরা বিশেষ বিশেষ কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হ'লেন, (১) অহি লিখনে আলী, ওছমান, উবাই বিন কা'ব এবং যায়েদ বিন ছাবেত। (২) বাদশাহ ও আমীরদের নিকটে পত্র লিখনে যায়েদ বিন ছাবেত। (৩) চুক্তি লিখনে আলী ইবনু আবী তালেব। (৪) মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন সমূহ লিখনে মুগীরাহ বিন শো'বা। (৫) ঋণচুক্তিসমূহ লিখনে আব্দুল্লাহ বিন আরক্ষাম। (৬) গণীমতসমূহ নিবন্ধনে মু'আইকীব। কোন লেখক অনুপস্থিত থাকলে হানযালা বিন রবী' লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। সেজন্য তিনি হানযালা আল-কাতেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[2]

এঁদের মধ্যে (১) খালেদ বিন সাঈদ ছিলেন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পরে ইসলাম কবুলকারী তয়়, ৪র্থ অথবা ধম ব্যক্তি। কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে য়ে, একদিন তিনি স্বপ্লে দেখেন য়ে, তিনি জাহায়ামের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পিতা তাকে সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত টেনে ধরেছেন, য়াতে তিনি জাহায়ামে নিক্ষিপ্ত না হন। পরদিন এ স্বপ্ল আবুবকর (রাঃ)-কে বললে তিনি বলেন, এটি শুভ স্বপ্প। ইনিই আল্লাহর রাসূল। অতএব তুমি তাঁর অনুসরণ কর। তাহ'লে জাহায়াম থেকে মুক্তি পাবে। য়ার ভয়় তুমি করছ'। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসেন ও ইসলাম কবুল করেন। এ খবর জানতে পেরে তার পিতা তাকে লাঠিপেটা করেন, খানা-পিনা বন্ধ করে দেন ও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেন। পরবর্তীতে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর হাবশা থেকে জা'ফরের সাথে খায়বরে আসেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ত্বায়েফবাসীদের সাথে সন্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। পরে সেখান থেকে আগত ছাকীফ প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি শামের আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন।



- (২) 'আমের বিন ফুহায়রা আবুবকর (রাঃ)-এর মুক্তদাস ছিলেন। হিজরতকালে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছিলেন। পথিমধ্যে পিছু ধাওয়াকারী সুরাক্বাহ বিন মালেক মুদলেজী-কে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে তিনি একটি 'নিরাপত্তানামা' (کِتَابُ أَمْن) লিখে দেন। ৪র্থ হিজরীতে বি'রে মাউনা-র মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি শহীদ হন।
- (৩) আরকাম বিন আবুল আরকাম মাখযূমী (রাঃ) প্রথম দিকের ৭ম বা ১০ম মুসলমান ছিলেন। ছাফা পাহাড়ে তাঁর গৃহে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। যা 'দারুল আরকাম' (دَارُ الْأَرْقَمِ) নামে পরিচিত হয়। তিনি ৫৩ অথবা ৫৫ হিজরীতে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (আল-ইছবাহ, আরকাম ক্রমিক ৭৩)।
- (৪) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আব্দে রবিবহী বায়'আতে কুবরা-য় শরীক ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা ছিল এই যে, তিনিই প্রথম আযানের স্বপ্ন দেখেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে 'সত্যস্বপ্ন' (إِنَّهَا لَرُوْيًا حَقَّ) বলে আখ্যায়িত করেন এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে বলেন, ফালিল্লাহিল হাম্দ (فَاللَّهِ الْحَمْدُ) ত্র অতঃপর বেলালের মাধ্যমে তা চালু করে দেন (আবুদাউদ হা/৪৯৯)। তিনি ৩২ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। খলীফা ওছমান (রাঃ) স্বয়ং তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন (আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ক্রমিক ৪৬৮৯)।
- (৫) আব্দুল্লাহ সা'দ বিন আবু সারাহ ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ)-এর দুধভাই ছিলেন। ওছমানের মা তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তিনি অহি লিখতেন। কিন্তু পরে 'মুরতাদ' হয়ে যান। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) যাদের রক্ত বৃথা ঘোষণা করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে তিনি ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে আশ্রয় দেন। এরপর থেকে মৃত্যু অবধি তাঁর ইসলাম খুবই সুন্দর ছিল। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ২৫ হিজরীতে তাঁকে মিসরের গবর্ণর নিযুক্ত করা হয় এবং আফ্রিকা জয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর আমলেই আফ্রিকা বিজিত হয়। উক্ত যুদ্ধে বিখ্যাত তিন 'আবাদেলাহ' অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন ওমর এবং আব্দুল্লাহ বিন 'আমর যোগদান করেন। ৩৫ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতকালে তিনি মিসরের 'আসকালান' শহরে ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দো'আ করেন যেন ছালাতরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর একদিন ফজরের ছালাত আদায়কালে শেষ বৈঠকে প্রথম সালাম ফিরানোর পর দিতীয় সালাম ফিরানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। এটি ছিল ৩৬ অথবা ৩৭ হিজরীর ঘটনা।[3]
- (৭) যায়েদ বিন ছাবেত আনছারী (রাঃ) বয়স কম থাকায় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হন। এরপর থেকে সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি অহি লিখতেন এবং শিক্ষিত ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন مِنْ عُلَمَاءِ) আবুবকর (রাঃ)-এর সময় কুরআন সংকলনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই প্রদান করা হয়। হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বনু নাজ্জারের এই তরুণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'লে তিনি তাঁকে কুরআনের ১৭টি



সূরা মুখস্থ শুনিয়ে দেন। তাতে বিস্মিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি ইহূদীদের পত্র পাঠ করা শিখ। তখন আমি ১৫ দিনের মধ্যেই ইহুদীদের ভাষা শিখে ফেলি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট আমি পত্র লিখতাম এবং তারা লিখলে আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম' (আল-ইছাবাহ, যায়েদ বিন ছাবেত ক্রমিক ২৮৮২)। (৮) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ সাহমী কুরায়শী (রাঃ) অত্যন্ত 'আবেদ ও যাহেদ ছাহাবী ছিলেন। রাসুল (ছাঃ) এই তরুণ ছাহাবীকে একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখার ও সাতদিনে বা সর্বনিম্নে তিনদিনে কুরআন খতম করার অনুমতি দেন (বুখারী হা/৫০৫২)। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত হাদীছ লিখতাম। তাতে কুরায়েশরা আমাকে নিষেধ করে এবং বলে যে, তুমি সব কথা লিখ না। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন মানুষ। তিনি ক্রোধের সময় ও খুশীর সময় কথা বলেন। তখন আমি লেখা বন্ধ مَا عُدُن نَفْسي , कित এবং ताসृल (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত বিষয়িট উত্থাপন কির। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ا ्তুমি লেখ। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত بيَدهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إلاَّ حَقُّ مَا أَجِدُ مِنْ أَصْحَاب رَسُول ,বাঃ) বলেন مَا أَجِدُ مِنْ أَصْحَاب رَسُول ,কছুই বের হয় ना' (আহমাদ হা/৬৫১০, হাদীছ ছহীহ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَا أَجِدُ مِنْ أَصْحَاب رَسُول প্রাসূল (ছাঃ)-এর الله عليه و سلم أَكْثَرَ حَدِيْثًا مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ছাহাবীগণের মধ্যে আমি আমার চাইতে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী কাউকে পাইনি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ব্যতীত। কেননা তিনি হাদীছ লিখতেন'। তিনি ৬৫ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন শামে বা ত্বায়েফে বা মিসরে বা মক্কায়' (আল-ইছাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ক্রমিক ৪৮৫০)। তাঁর লিখিত হাদীছের সংখ্যা অন্যন সাতশত।

ফুটনোট

[1]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫; মুছত্বফা আ'যামী, কুত্তাবুন নবী (বৈরূত : ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃঃ)।



- [2]. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈক্রত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি) ২/৩৫৫ পৃঃ।
- [3]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫, 'অহি লেখকগণ' অনুচ্ছেদ।
- [4]. বুখারী হা/৪৯৫৯, মুসলিম হা/৭৯৯; মিশকাত হা/২১৯৬।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5803

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন